যুগান্তর

তারিখ: 08 DEC 2015 পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

কারিগরি শিক্ষা প্রকল্প

দাতাদের ২৫৩ কোটি টাকা প্রত্যাহার

মামুন আব্দুল্লাহ

কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়নে নেয়া প্রকল্প থেকে সহায়তার ৬৫ ভাগ অর্থ প্রত্যাহার করে নিয়েছে দাতারা। যা মুদ্রায় দাঁড়ায় ২৫৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সামর্থ্য ও ব্যয়ের প্রক্রিয়া নিয়ে দাতা সংস্থাগুলোর অসন্তোষের কারণে এ অর্থ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। তাই দাতাদের সুপারিশে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর প্রকল্পের ব্যয় কমাতে বাধ্য হচ্ছে। সম্প্রতি প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট বাদ দিয়ে দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। কমিশন ওই পরিমাণ ব্যয় বাদ দিয়েই প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছে।

কমিশন সূত্র জানায়, ২০০৮ সালের জুলাইয়ে এ প্রকল্পে মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪৬০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৭৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন থেকে। বাকি ৩৮৬ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য হিসেবে ধরে নেয়া হয়। দাতা সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), সুইডিস ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (এনডিসি) যৌথভাবে এ প্রকল্পে সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা দিচ্ছে। ২০১৩ সালে প্রকল্পের কাজ শেষ করার কথা থাকলেও তা হয়নি। এজন্য ব্যয় না বাড়িয়ে এক বছর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। নতুন প্রকল্প প্রস্তাবনায় (ডিপিপি) প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয় ১৬২ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। এর মধ্যে দাতাদের পক্ষ থেকে ৬৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ ব্যয় কমিয়ে ১৩৩ কোটি ১১ লাখ টাকা বরাদ্দ থাকছে আর জিওবি

প্রত্যাহার : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

প্রত্যাহার : কোটি টাকা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অর্থায়ন থাকছে ২৯ কোটি ৫৭ লাখ টাকা।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগের সদস্য মো. হুমায়ুন খালিদ বলেন, প্রকল্পের বেশ কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা ছিল এম্বিশাস (উচ্চাভিলাষী) ধরনের। এজন্য দাতারা মনে করছে প্রকল্পের অধীনে নেয়া বেশ কয়েকটি কম্পোনেন্ট এই মুহূর্তে বাস্তবায়নের দরকার নেই। তাই প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ কমানো হচ্ছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত অনেক প্রকল্পে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করার নজির রয়েছে। এ প্রকল্পের ব্যয় যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয় এজন্য ব্যয়কে যথোপযুক্ত করার জন্য ব্যয় কমানো হতে পারে।

জানা যায়, এ প্রকল্পে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩৫ কোটি টাকা; যা মোট বরাদ্দের ৮৩ শতাংশ। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়া নিয়ে দাতা সংস্থাগুলো অসন্তুষ্ট। ভবিষ্যতে অর্থ ব্যয়ে অনিয়ম হতে পারে এমন সন্দেহে প্রকল্পের অঙ্গ বাতিল করা হয়েছে। এক কথায় দুর্নীতির পথ বন্ধ করতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে দাতারা।

সূত্র জানায়, দাতা সংস্থার রিভিউ মিশনের সুপারিশের কারণে ৪০টি মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণসহ যন্ত্রপাতির সংস্থান প্রকল্প থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি টিভিইটি ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ কর্মসূচিও বাদ দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তব ও আর্থিক পরিমাণ হ্রাস করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, কম্পিটেন্সি বেইজড ট্রেনিং (সিবিটি) বাস্তবায়ন উপযোগী কারিকুলাম এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক না থাকায় প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন কারণে প্রকল্পের কাজ দেরি হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গ বা কম্পোনেন্ট বাতিল করা হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি অশোক কুমার বিশ্বাস বলেন, এ ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে এডিবির বাংলাদেশ অফিসের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, বাংলাদেশে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা রয়েছে। অনুমোদন থেকে শুরু করে টেন্ডার ও বাস্তবায়ন ধাপে ধাপে নানা প্রতিবন্ধকতায় প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি হচ্ছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প থেকে যে কারণেই অর্থ প্রত্যাহার করা হোক না কেন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কেননা অন্য প্রকল্পে তা দেয়া হবে।